গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ১৮৮-আইন/২০১৬/৩৭/কাস্টমস।– Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর section 219, section 219A এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই বিধিমালা কাস্টমস রুলিং (অগ্রিম) বিধিমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়–

(ক) “অগ্রিম রুলিং (advance ruling)” অর্থ বিধি ৯ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন জারীকৃত অগ্রিম রুলিং;

(খ) “অগ্রিম রুলিং ইউনিট (advance ruling unit)” অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত অগ্রিম রুলিং ইউনিট;

(গ) ‘‘অভিন্ন পণ্য (Identical goods)” অর্থ এইরূপ পণ্য, যাহা-

(১) শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্যের দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মান ও খ্যাতিসহ সর্বক্ষেত্রে পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস প্রভাবিত করে না এইরূপ বাহ্যিক সামান্য পার্থক্য ব্যতীত, একইরূপ; এবং

(২) শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্য যে দেশে উৎপাদিত, সেই দেশে উৎপাদিত;

(ঘ) “আইন” অর্থ Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969);

(ঙ) “আবেদন” অর্থ বিধি ৭ এর অধীন দাখিলকৃত কোন আবেদন;

(চ) ‘‘আবেদনকারী’’ অর্থ অগ্রিম রুলিং চাহিয়া বোর্ডের নিকট আবেদনকারী কোন ব্যক্তি;

(ছ) “ট্রাইব্যুনাল” অর্থ আইনের section 196 এর অধীন গঠিত Appellate Tribunal (Customs, Excise and মূল্য সংযোজন কর Appellate Tribunal);

(জ) “পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস” অর্থ World Customs Organization কর্তৃক নির্ধারিত Harmonized Commodity Description and Coding System অনুযায়ী নিরুপিত কোন পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস;

(ঝ) “ফরম” অর্থ এই বিধিমালার ফরম;

(ঞ) “বোর্ড” অর্থ National Board of Revenue Order, 1972 (President’s Order No. 76 of 1972) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(ট) “ব্যক্তি” অর্থ আইন এর section 2(pp) তে সংজ্ঞায়িত person;

(ঠ) “রুলিংধারী (ruling holder)” অর্থ কোন ব্যক্তি যাহার অনুকূলে কোন অগ্রিম রুলিং জারী করা হইয়াছে।

৩। **অগ্রিম রুলিং**।- কোন ব্যক্তি, এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোন পণ্য আমদানি বা রপ্তানির পূর্বে উহার শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে বোর্ডের অগ্রিম রুলিং গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪। **অগ্রিম রুলিং ইউনিটের গঠন**।- (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড অগ্রিম রুলিং প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি অগ্রিম রুলিং ইউনিট গঠন করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) বোর্ডের কাস্টমস নীতি বিষয়ক কর্মকান্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত বোর্ডের কোন সদস্য, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) কাস্টমস অগ্রিম রুলিং ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত বোর্ডের কোন প্রথম সচিব ;

(গ) কাস্টমস অগ্রিম রুলিং ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত বোর্ডের কোন দ্বিতীয় সচিব, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) সভাপতি অগ্রিম রুলিং ইউনিটের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুবিধার্থে, সময়ে সময়ে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যে কোন কাস্টমস কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

৫। **অগ্রিম রুলিং ইউনিটের কার্যপরিধি।-** অগ্রিম রুলিং ইউনিটের কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ

(ক) কোন পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস নিরূপণ;

(খ) পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত কোন বিধান অথবা পদ্ধতিগত কোন পরিবর্তন, যাহা কোন রুলিং এর কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে, উহা সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা;

(গ) অগ্রিম রুলিং এর ব্যবহার অথবা প্রয়োগ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ; এবং

(ঘ) অগ্রিম রুলিং ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠা এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উহা সহজলভ্যকরণ।

৬। **আবেদনকারীর যোগ্যতা।-** অগ্রিম রুলিং প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত নিম্নবর্ণিত কোন ব্যক্তি আবেদন করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি;

(খ) আবেদনে উল্লিখিত বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি।

ব্যাখ্যা: এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত" অর্থ বাংলাদেশের কোন স্থায়ী অধিবাসী এবং বাংলাদেশে অবস্থানের অনুমতিপ্রাপ্ত বা আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিসংঘ।

৭। **আবেদন দাখিল ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি।-** (১) অগ্রিম রুলিং প্রাপ্তির লক্ষ্যে ফরম অনুযায়ী কোন আবেদন অগ্রিম রুলিং ইউনিটের নিকট সরাসরি, ডাকযোগে, কুরিয়ারযোগে বা ই-মেইলযোগে বা ফ্যাক্সযোগে দাখিল করিতে হইবে।

(২) আবেদনের সহিত আবেদনকারী কর্তৃক প্রত্যায়িত প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি সংযোজন করিতে হইবে।

(৩) আবেদনের সহিত অগ্রিম রুলিং ফি বাবদ 'সভাপতি, অগ্রিম রুলিং ইউনিট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড' এর অনুকূলে ২,০০০ (দুই হাজার) টাকার একটি অফেরতযোগ্য পে অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট দাখিল করিতে হইবে।

(৪) আমদানি বা রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট দাখিলের ন্যূনতম ৬০(ষাট) কার্যদিবস পূর্বে অগ্রিম রুলিং এর জন্য আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৫) কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, একটি আবেদনে কেবল একটি পণ্য বা আইটেম অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

(৬) আবেদনকারী আবেদিত বিষয়ে মৌখিক বক্তব্য প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলে উহা আবেদন ফরমে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৭) আবেদন দাখিলের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অথবা, ক্ষেত্রমত, আবেদনকারী কর্তৃক বিধি ৮ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন সময়সীমা বৃদ্ধির অনুরোধের প্রেক্ষিতে অগ্রিম রুলিং ইউনিট কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে উক্ত আবেদন প্রত্যাহার করা যাইবে।

৮। **অগ্রিম রুলিং বিষয়ক আবেদন প্রক্রিয়াকরণ**।- (১) আবেদন প্রাপ্ত হইবার পর অগ্রিম রুলিং ইউনিট উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিবে।

(২) আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত ইউনিট আবেদন ও উহার সহিত দাখিলকৃত দলিলাদি প্রাথমিকভাবে যাচাই করিবে, এবং অতিরিক্ত কোন তথ্য বা দলিলাদি প্রয়োজন হইলে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে উহা দাখিলের জন্য আবেদনকারীকে অনুরোধ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অগ্রিম রুলিং ইউনিট আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত সময়সীমা আরও ১৫ (পনের) দিন বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী চাহিত অতিরিক্ত তথ্য বা দলিলাদি আবেদনকারী নির্ধারিত সময়ের বা, ক্ষেত্রমত বর্ধিত সময়ের, যদি থাকে, মধ্যে দাখিল না করিলে আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) আবেদনটি পরীক্ষা এবং আবেদনের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি এবং অতিরিক্ত তথ্য ও দলিলাদি, যদি থাকে, যাচাই-বাছাই করিয়া, অগ্রিম রুলিং ইউনিট অগ্রিম রুলিং বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৫) অগ্রিম রুলিং ইউনিট উপ-বিধি (৪) এর অধীন আবেদনপত্র ও দলিলাদি যাচাই বাছাইকালে প্রয়োজনে কোন তৃতীয় পক্ষ অথবা বিশেষজ্ঞ অথবা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারীর মৌখিক বক্তব্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

৯। **অগ্রিম রুলিং জারী**।- (১) কোন আবেদন দাখিল হইবার ৪৫ (পয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অগ্রিম রুলিং ইউনিট বিধি ৮ এর উপ-বিধি (৪) এর অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণান্তে উহা নিস্পত্তি করিবে।

(২) অগ্রিম রুলিং ইউনিট ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে রুলিং নাম্বার এবং জারীর তারিখ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারী বরাবর পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত অগ্রিম রুলিং জারী করিবে অথবা শ্রেণিবিন্যাস করা সম্ভব না হইলে, কারণ উলেখ করিয়া, উহা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে অবহিত করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন অগ্রিম রুলিং জারী বা কোন তথ্য অবহিতকরণের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম অগ্রাধিকার পাইবে।

(৪) অগ্রিম রুলিং পত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) আবেদনকারীর নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা;

(খ) আবেদন দাখিলের তারিখ;

(গ) যে বিষয় বা আইটেমের জন্য রুলিং এর আবেদন করা হইয়াছে উহার বিশদ বিবরণ;

(ঘ) অগ্রিম রুলিং এ প্রদত্ত শ্রেণিবিন্যাস এবং উক্ত শ্রেণিবিন্যাসের পক্ষে যুক্তি;

(ঙ) অগ্রিম রুলিং এর কার্যকারিতার মেয়াদ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে এবং কোন্ সময়সীমার মধ্যে উক্ত রুলিং পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন সেই বিষয়ে দিক-নির্দেশনা; এবং

(ছ) রুলিংধারী কিভাবে উক্ত রুলিং ব্যবহার করিবেন সেই বিষয়ে দিক-নির্দেশনা।

১০। **অগ্রিম রুলিং জারী করা হইবে না এমন ক্ষেত্র**।- (১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অগ্রিম রুলিং ইউনিট কোনরূপ অগ্রিম রুলিং জারী করিবে না, যথাঃ-

(ক) আবেদনে উল্লিখিত বিষয়টি কোন সরকারি সংস্থা, আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিকট বিবেচনাধীন বা বিচারাধীন থাকিলে;

(খ) আবেদনে উল্লিখিত বিষয়ে ইতোমধ্যে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত প্রদান করিলে; এবং

(গ) যে ক্ষেত্রে সকল বস্তুগত ঘটনা (material facts) যথাযথভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

(২) অগ্রিম রুলিং ইউনিট কর্তৃক কোন আবেদন প্রত্যাখান করা হইলে, প্রত্যাখানের ভিত্তি (ground) পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত একই ব্যক্তি একই পণ্য বা আইটেম সম্পর্কে নূতন করিয়া আবেদন করিতে পারিবেন না।

১১। **অগ্রিম রুলিং প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা**।- (১) অগ্রিম রুলিং প্রতিপালন করা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা দপ্তরের জন্য আবশ্যকীয় হিসাবে গণ্য হইবে, যথাঃ-

(ক) রুলিংধারী; এবং

(খ) সকল কাস্টমস স্টেশন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত রুলিং অভিন্ন পণ্যের শুল্কায়নের ক্ষেত্রে অন্য কোন আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা ব্যক্তি রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

১২। **অগ্রিম রুলিং এর মেয়াদ**।- আইন, বিধি বা সরকারের কোন সিদ্ধান্তের পরিবর্তন না হইলে, কোন অগ্রিম রুলিং উহা জারী হইবার তারিখ হইতে ১৮ (আঠার) মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

১৩। **অগ্রিম রুলিং সংশোধন অথবা রদ বা বাতিল**।- (১) অগ্রিম রুলিং ইউনিট নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে কোন রুলিং যে কোন সময়ে সংশোধন করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) প্রাসঙ্গিক আইন বা বিধি সংশোধিত হওয়ায় সংশোধিত আইন বা বিধির ব্যাখ্যার (interpretation) সাথে উক্ত অগ্রিম রুলিং আর সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়;

(খ) অগ্রিম রুলিং যেই প্রেক্ষিতের (views) ভিত্তিতে প্রদান করা হইয়াছে উহা পরিবর্তিত হইলে;

(গ) একই পণ্যের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ (conflicting) রুলিং প্রদান করা হইলে; এবং

(ঘ) অগ্রিম রুলিং ইউনিট অগ্রিম রুলিং এর কোন ভুল বা ত্রুটি চিহ্নিত করিলে অথবা কোন কাস্টমস স্টেশন বা রুলিংধারী রুলিং এর কোন ভুল বা ত্রুটি উক্ত ইউনিটের নজরে আনিলে।

(২) রুলিংধারী ইচ্ছাকৃতভাবে অসম্পূর্ণ, অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিয়া অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্য গোপন করিয়া অগ্রিম রুলিং গ্রহণ করিলে অগ্রিম রুলিং ইউনিট যে কোন সময়ে উহা রদ বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৩) অসম্পূর্ণ, অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রিম রুলিং গ্রহণ করা হইলে, রুলিং ভূতাপেক্ষভাবে সংশোধন, রদ বা বাতিল করা যাইবে এবং অগ্রিম রুলিং জারীর তারিখ হইতে উহা সংশোধন, রদ বা বাতিলের তারিখের মধ্যে কোন পণ্য আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে কোন সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকিলে উহা আদায় করা যাইবে।

(৪) অগ্রিম রুলিং এর কোন ভুল বা ত্রুটি শুল্কায়ন কার্যক্রম চলমান অবস্থায় কোন কাস্টমস স্টেশন কর্তৃক চিহ্নিত হইলে, অগ্রিম রুলিং এর আলোকে আইনের ধারা ৮১ এর অধীন রাজস্ব সুরক্ষাসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করত: সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন অনতিবিলম্বে বিষয়টি অগ্রিম রুলিং ইউনিটের গোচরীভূত করিবে।

(৫) রুলিংধারীর কোন কার্যক্রমের জন্য উপ-বিধি (২) এর অধীন অগ্রিম রুলিং রদ বা বাতিল করা হইলে, উক্ত কার্যক্রমকে আইনের ধারা ৩২ এর অধীন কৃত অপরাধ হিসাবে গণ্য করিয়া প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৬) অগ্রিম রুলিং সংশোধন, রদ বা বাতিলের পূর্বে রুলিংধারীকে বিষয়টি অবহিত করিতে হইবে এবং রুলিংধারী ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ প্রদান করা যাইবে।

(৭) অগ্রিম রুলিং সংশোধন, রদ বা বাতিল করা হইলে উক্ত সংশোধন, রদ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে উহা অবহিত হইবার ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে বিধি ১৪ এর অধীন অগ্রিম রুলিং ইউনিটের নিকট রিভিউ আবেদন দাখিল করা যাইবে মর্মে উক্ত আদেশে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

১৪। **অগ্রিম রুলিং এর রিভিউ**।- (১) বিধি ৯ এর অধীন জারীকৃত অগ্রিম রুলিং অথবা বিধি ১৩ এর অধীন রুলিং এর সংশোধন, রদ বা বাতিল বিষয়ক সিদ্ধান্তে রুলিংধারী সংক্ষুব্ধ হইলে অগ্রিম রুলিং ইউনিটের নিকট উক্ত সিদ্ধান্ত রিভিউ এর জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) রিভিউ এর আবেদন রুলিং প্রাপ্তির বা, ক্ষেত্রমত, রুলিং এর সংশোধন, রদ বা বাতিলের বিষয়ে অবহিত হইবার, তারিখ হইতে ৬০(ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে, এবং উহাতে উক্তরূপ আবেদনের যৌক্তিকতা সবিস্তারে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) অগ্রিম রুলিং ইউনিট রিভিউ আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে উহা নিস্পত্তি করিবে।

১৫। **অগ্রিম রুলিং এর প্রকাশনা**।- বোর্ড সকল অগ্রিম রুলিং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উক্তরূপ রুলিং এর একটি ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠা করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে উক্তরূপ রুলিং প্রকাশের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মাধ্যম অগ্রাধিকার পাইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনকারী কোন তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলে কোন রুলিং সর্বসাধারনের জন্য প্রকাশকালে উক্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য গোপন রাখিতে হইবে।

ফরম

পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ে অগ্রিম রুলিং এর জন্য আবেদন
(বিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য)

এই ফরম পূরণ করিতে আপনার ৩০ মিনিট সময় প্রয়োজন হইবে।

এই ফরম পূরণের পূর্বে শেষ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নির্দেশিকা পড়ুন।
এই ফরম পূরণ করিতে আপনার নিম্নবর্ণিত তথ্যের প্রয়োজন হইবে:

(ক) পণ্যের ক্যাটালগ/ব্রুশিওর
(খ) পণ্যের সবিস্তার বর্ণনা বা স্পেসিফিকেশন বা তথ্য উপাত্ত
(গ) উপাদান (ingredients) বা রাসায়নিক বা বস্তুগত গঠন (composition)
(ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়া
(ঙ) অন্যান্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা অবস্থাজ্ঞাপক (যদি থাকে)।

প্রতিটি আবেদনের জন্য ফি বাবদ ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা প্রদেয় হইবে। একটি আবেদন কেবল **একটি পণ্যের** শ্রেণিবিন্যাসের জন্য প্রযোজ্য। যে অগ্রিম রুলিং জারী করা হইবে উহা বাংলাদেশে ব্যবহারের জন্য প্রযোজ্য।

ফরমটি পূরণের পর উহা প্রয়োজনীয় সকল দলিলসহ অগ্রিম রুলিং ইউনিটের নিকট দাখিল করিতে হইবে (সরাসরি/ডাকযোগে/কুরিয়ারযোগে/ই-মেইল যোগে/ফ্যাক্সযোগে)।

দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য

অগ্রিম রুলিং আবেদন নং:	আবেদন গ্রহণের তারিখ:
রিসিট নং:	ফি পরিশোধের তারিখ:

সেকশন ১ : আবেদনকারীর বিবরণ

আবেদনকারীর ধরণ:

☐ **আমদানিকারক** ☐ **রপ্তানিকারক** ☐ **অন্যান্য**

ফার্ম/কোম্পানি/ব্যক্তির নাম:	Business Identifiction Number (BIN) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

ফার্ম/কোম্পানি/ব্যক্তির ঠিকানা:	
কনটাক্ট পারসন:	পদবি:
জাতীয় পরিচয় পত্র/পাসপোর্ট/জন্মসনদ নম্বর (ব্যক্তির ক্ষেত্রে):	ই-মেইল:
টেলিফোন নং (মোবাইলসহ):	ফ্যাক্স নং:
সেকশন ২ : পণ্যের পূর্ণ বর্ণনা	
পণ্যের জেনেরিক, বাণিজ্যিক এবং প্রচলিত নাম:	ব্র্যান্ড/মডেল নম্বর:
উৎস দেশ (কান্ট্রি অব অরিজিন):	আর্ট নম্বর, পার্ট নম্বর:
উৎপাদক:	
বিবেচনাধীন পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্র:	
পণ্যটি যে ভৌত অবস্থায় (Form)/প্রকৃতিতে আমদানি করা হইবে:	
পণ্যের গঠন (Composition):	
পণ্যের কারিগরী বর্ণনা :	
পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিবরণ (ফুড এবং বেভারেজ এর ক্ষেত্রে) :	
বিবেচ্য পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করা হইবে উহার নাম (যদি জানা থাকে) :	
রপ্তানিকারক বা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)- (ক) নাম: (খ) ঠিকানা: (গ) ই-মেইল: (ঘ) ওয়েব ঠিকানা :	
যে কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে বিবেচ্য পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করা হইবে, উহার নাম (যদি জানা থাকে) :	
লিয়েন ব্যাংকের নাম, ঋণপত্র বা চুক্তিপত্র এবং প্রোফরমা ইনভয়েস বা ক্রয় আদেশ নাম্বার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :	
যে উপাদান বা কম্পোনেন্টের সমন্বয়ে পণ্যটি গঠিত তাহার রাসায়নিক গঠন, বস্তুগত গঠন ইত্যাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :	

এই পণ্য কি আপনি এইবারই প্রথম আমদানি/রপ্তানি করিতেছেন?

☐ হাঁ ☐ না

উত্তর 'না' হইলে, পূর্বে ব্যবহৃত এইচ.এস.কোড উল্লেখ করুন:

....

এই বিষয়ে পূর্বে রুলিং পাইয়াছেন কি? ☐ হাঁ ☐ না উত্তর ' হাঁ' হইলে, রুলিং নাম্বার উল্লেখ করুন:	আবেদনের সাথে আইডিএম (Illustrative Descriptive Material) সংযুক্ত হইয়াছে কিনা? ☐ হাঁ ☐ না

আবেদনের সাথে পণ্যের স্যাম্পল সংযুক্ত করা হইয়াছে কি না?

☐ হাঁ ☐ না

সেকশন ৩ : আবেদনকারীর মতামত (Opinion) (জায়গা সংকুলান না হইলে পৃথক পাতায় সংযুক্ত করুন)

দাবিকৃত এইচ.এস.কোড:

সেকশন ৪ : ফি পরিশোধ

পরিশোধের মাধ্যম : ☐ ডিমান্ড ড্রাফট	☐ পে অর্ডার
ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডার নাম্বার:	

সেকশন ৫ : মৌখিক বক্তব্য প্রদানে ইচ্ছুক কিনা

☐ হাঁ ☐ না

সেকশন ৬ : বাণিজ্য গোপণীয়তা অথবা গোপণীয় বাণিজ্যিক বা আর্থিক তথ্য গোপন রাখিতে চাহেন কিনা

☐ হাঁ ☐ না

(নোট: কী তথ্য গোপন রাখিতে চাহেন, তা পৃথক শীটে উল্লেখ করুন)

সেকশন ৭ : ঘোষণা

(১) এতদ্বিষয়ে আমার কর্তৃক আদালতে কোন মামলা দায়ের করা হয় নাই।

(২) আমি এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে, এই ফরমে যে তথ্য প্রদান করা হইয়াছে তাহা সত্য এবং সঠিক।

নাম :	স্বাক্ষর:

	তারিখ:

‘ফরম’ পূরণের নির্দেশিকা:

১। ফরমের সকল ঘর পূরণ করিতে হইবে। কোন ঘর প্রযোজ্য না হইলে ‘প্রযোজ্য নয়” লিখিতে হইবে।

২। **সেকশন ২:**

(ক) পণ্যের ব্যবহার উল্লেখের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে অবশ্যই উক্ত পণ্যের সুনির্দিষ্ট ব্যবহার উল্লেখ না করে তৎপরিবর্তে উহার সাধারণ ব্যবহার উল্লেখ করিতে হইবে। যেমন, তিনি শুধু লেদার কাটিং-এর জন্য কোন যন্ত্র বা মেশিন আমদানি করিলেও যদি উহার সাধারণ ব্যবহার হয় অন্যান্য পণ্য কাটিবার যন্ত্র হিসেবে, তবে উক্ত সাধারণ ব্যবহার অর্থাৎ ”লেদার, পøাস্টিক, কার্ডবোর্ড এবং পাতলা শীট মেটাল কাটিবার যন্ত্র” হিসাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(খ) পণ্যের গঠনের ক্ষেত্রে পণ্যের রাসায়নিক গঠন, বস্তুগত গঠন ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে।

(গ) পণ্যটি যে ভৌত অবস্থায় (Form)/প্রকৃতিতে আমদানি করা হইবে উহা বর্ণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা :-

- (অ) উক্ত পণ্য কি এ্যাসেম্বল্ড/আনএ্যাসেম্বল্ড/ডিসএ্যাসেম্বল্ড/এসকেডি (semi-knocked down) অবস্থায় আমদানিকৃত?
- (আ) উক্ত পণ্য কি বাল্ক আকারে বা পিস আকারে বা খুচরা বিক্রয়ের জন্য প্যাকেটজাত অবস্থায় আমদানিকৃত?
- (ই) উক্ত পণ্য কি পাউডার/সলিড/পানিতে দ্রবনীয় সলিউশন আকারে আমদানিকৃত?

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনের সঙ্গে আইডিএম বা Illustrative Descriptive Material সংযুক্ত করিতে হইবে। কোন পণ্য পূর্ণাঙ্গ এবং সঠিকরূপে সনাক্তকরণের স্বার্থে আইডিএম প্রয়োজন হয়। এ ধরণের সহায়ক দলিলের মধ্যে রয়েছে- স্যাম্পল, কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক বা টেকনিক্যাল লিটারেচার/ক্যাটালগ, রাসায়নিক বিশ্লেষণ বা অন্যবিধ সচিত্র তথ্য, ইত্যাদি।

৩। **সেকশন-৭ :** আবেদনকারীকে অবশ্যই ‘ফরম’ স্বাক্ষর করিতে হইবে।

সংযুক্তি:

(১) আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্র/পাসপোর্ট/জন্মসনদের অনুলিপি(ব্যক্তির ক্ষেত্রে)।

(২) মনোনীত কোন ব্যক্তি কর্তৃক আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে এতদসংশ্লিষ্ট ক্ষমতার্পণপত্র।

(৩) ঋণপত্র বা চুক্তিপত্র এবং প্রোফরমা ইনভয়েস বা ক্রয় আদেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
(৪) অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বা অবস্থাজ্ঞাপক বিষয় (যদি থাকে) সম্পর্কিত দলিলাদি।
(৫) পণ্যের গঠন সম্পর্কিত তথ্য/লিটারেচার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
(৬) পণ্যের কারিগরী বর্ণনা সম্পর্কিত তথ্য/লিটারেচার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
(৭) পণ্যের ব্রুশিওর/লিটারেচার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
(৮) পণ্যের সচিত্র (illustrated) ছবি, স্কেচ, ডিজিটাল ফটো, ফ্লো-চার্ট, ইত্যাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
(৯) পণ্যের ভৌত অবস্থা (Form) বা প্রকৃতি (যেমন, পাউডার ফরম, সলিড আকার বা পানি মিশ্রিত সলিউশন) সম্পর্কিত প্রমানক/দলিল।
(১০) প্রোডাক্টস স্পেসিফিকেশন শীট (পণ্য সম্পর্কিত তথ্য ইংরেজি ভিন্ন অন্য কোন বিদেশি ভাষায় উল্লেখ থাকিলে উহা ইংরেজি অথবা বাংলায় অনূদিত হইতে হইবে)।
(১১) পণ্যের নমুনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
(১২) পণ্য সম্পর্কিত যে তথ্য গোপন রাখিতে চাহেন উহার বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

<u>বিঃদ্রঃ</u>

(১) পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত ‘ফরম’ সভাপতি, অগ্রিম রুলিং ইউনিট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-বরাবর দাখিল করিতে হইবে।
(২) সংযুক্তেয় দলিলাদি A4 সাইজের কাগজে দাখিল করিতে হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ নজিবুর রহমান)
চেয়ারম্যান।